# বাস্তবের নারী কল্পনার নারী

সুমিত তালুকদার



১৯২৫ সালে রবীন্দ্রনাথের ‘পূরবী’ প্রকাশিত হয়। উৎসর্গপত্রে লেখা ছিল ‘বিজয়ার করকমলে’। এই বিজয়া কে ? অবশ্যই ভিকতোরিয়া ওকাম্পো। আর্জেন্‌টিনার রাজধানী বূয়েনোস এয়ারিস-এ মাত্র দুমাসের সান্নিধ্যে এই বিদেশিনী রবীন্দ্রনাথের জীবন জুড়ে ছিল প্রিয় বান্ধবী রূপে। ‘অতিথি’ কবিতায় তিনি লিখলেন - “প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করে দিলে, নারী / মাধুর্য সুধায়; কত সহজে করিলে আপনারি /.......... / জানি না তো ভাষা তব, হে নারী শুনেছি তব গীতি / ‘প্রেমের অতিথি কবি, চিরদিন আমারি অতিথি।” বলা না বলার, ধরা না-ধরার অন্তরঙ্গ টেনশনটিকে চিররোমান্টিক কবি এইভাবেই অত্যন্ত সযত্ন মুন্সিয়ানার সঙ্গে বাস্তব এবং কল্পনার তেলেজ্বলে মিশিয়েছেন বহুবার বহু রচনায়, কবিতায়। বাস্তবের নারী হয়ে উঠেছে এভাবেই অসংখ্য কাল্পনিক কবিতার বিষয় অথবা গল্পের চরিত্র। আসলে রোমান্টিক কবি তো বাস্তবেরই মানুষ রক্তেমাংসে গড়া। তাই রবীন্দ্ররচনায় রবীন্দ্রভাবনায় নারীর ‘জন্দ্বপ্তন্দ্বব্দনন্ধন্তু’ বিরাট জায়গা জুড়ে আছে। ভিকতোরিয়া ওকাম্পো রবীন্দ্রজীবন কাব্যে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, একাধিক নারীর সান্নিধ্যে সাহচর্যে রবীন্দ্রমানস অনুপ্রাণিত এবং সৃজনশীল। তাঁর সুদীর্ঘ কবিজীবনে অসামান্যা কয়েকজন নারীর সঙ্গ বিশেষ রচনায় পরম সহায়ক হয়ে উঠেছে। সেখানে কাদম্বরী বৌঠান থেকে আন্না তড়ঘড়, লুসি স্কট, রানু অধিকারী, মৈত্রেয়ী দেবী, ভিকতোরিয়া ওকাম্পো, জাপানি মহিলা টোমি ওয়াডা কোরা - সকলে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

আন্না আদুরি গলায় আবদার জানাল - ‘আমার একট নতুন নাম দাও রবি’। রবীন্দ্রনাথ তখনই গুনগুন করে গান বাঁধলেন - “শুন নলিনী খোলো গো আঁখি / ঘুম এখনো ভাঙিল না কি / দেখো তোমারি দুয়ার পরে / সখি এসেছে তোমারি রবি।” এই ‘নলিনী’ নামটি রবীন্দ্রকাব্য জুড়ে পরবর্তী সময়ে এসেছে বহুবার। বিশেষ করে ‘ভগ্নহৃদয়’ কবিতায় এই আন্নাকে তিনি অক্ষয় করে রেখেছেন। এই তনী আন্না তড়ঘড় রবীন্দ্রনাথের প্রথম বান্ধবী। মেজদা সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু দাদোবা পাভুরঙ্গ তড়ঘড়ের মেয়ে আন্না। বিলেত যাওয়ার আগে সত্যেন্দ্রনাথ ভাইকে এই তড়ঘড় পরিবারের অতিথি করে দিয়েছিলেন বিলিতি আদবকায়দা রপ্ত করার জন্য। ১৮৭৮ সালে মাত্র সতের বছরের তণ রবীন্দ্রনাথ মহারাষ্ট্রের এই সুন্দরী তনী আন্নার ‘teenage’ সান্নিধ্যে সত্যি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। আবার ‘ শেষের কবিতা’য় কেটি বা কেতকীকে মনে পড়ে ? রবীন্দ্রনাথের প্রিয় বান্ধবীর অন্যতম লুসি স্কটের ছায়া যেন সশরীরে মিশে আছে। লন্ডনে “ডাক্তার স্কটের বাড়িতে পেয়িংগেষ্ট থাকাকালীন তাঁর চার কন্যার অন্যত ম লুসির প্রেমে পড়েন রবীন্দ্রনাথ। তারই ফলশ্রুতি লুসির বাস্তব উপস্থিতি ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসে। লুসি তঁাকে সত্যি প্রাণের আরাম দিতে পেরেছিল। অকৃতজ্ঞ নন রবীন্দ্রনাথ, দিলীপ কুমার রায়কে তিনি সেসব দিনের কথা সবিস্তারে বলেছেন; এছাড়া জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা, ইউরোপ প্রবাসীর পত্রে পত্রে তার উজ্জ্বল উপস্থিতি।

১৯১৬ সালে জাপান সফরে আলাপ হয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে টোমি ওয়াডা কোরার। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন - “This young girl puts the great poet in her own pocket and carries him along what ever she wishes ” বাস্তবিকই কবিগুকে প্রায় পকেটে পুরে ফেলেছিল কুড়ি বছরের এই তন্বী যুবতী। তাঁর “পূজারিনি’ টোমি ওয়াডা আজও বিরহ মিলনের প্রেমাস্পদ হয়ে আছে - “বিরহ প্রদীপ জ্বলুক দিবস রাতি / মিলনস্মৃতির নির্বাণহীন বাতি।”

জীবনে এরকম রক্তমাংসের জীবন্ত কয়েকজন 'নিপমা' যথেষ্ট তাৎপর্যমন্ডিত হয়ে আছে। তাঁর সুবিশাল জীবনযাত্রার ঠাসবুনুনির মধ্যে এইসব নিপমা আলাদা আলাদাভাবে এক একটি মদ্যান। তিনি প্রায় বন্ধুর মত দিলীপ কুমার রায়কে একটি চিঠিতে তাঁর ' গোপন ইচ্ছেগুলি'র কথা এইভাবে প্রকাশ করেছেন - "প্রতি মেয়ের ভালোবাসা, তা সে যে রকমের ভালোবাসাই হোক না কেন - আমাদের মনের বনে কিছু না কিছু অফোটা ফুল ফুটিয়ে রেখে যায়। সে ফুল হয়তো পরে ঝরে যায়, কিন্তু তার গন্ধ যায় না মিলিয়ে।" আর এই ভালোবাসার গোপন ইচ্ছেকে অক্ষয় করে রাখতেই তিনি মেতেছেন সৃষ্টিসুখের উল্লাসে। সেখানে সেজদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী বা গৌরীপুরের রাজকূলবধূ হেমন্তবালা যেমন সত্য, তেমনিভাবে সত্য আন্না-লুসি-টোমি-ভিক্তোরিয়া।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন - "জীবনের পথচলতি কুড়িয়ে পাওয়া অভি জ্ঞতার সঞ্চয় সাজিয়ে লিখেছি গল্প।" (রবীন্দ্রনাথের উক্তি,প্রভাতরবি ঃ রবিচ্ছবি) 'অপরিচিতা' গল্পের কনেপুরনিবাসী ডাক্তার শম্ভুনাথ সেনের মেয়ে কল্যাণী নিঃসন্দেহে একটি বাস্তব চরিত্র। সুধীরচন্দ্র রায় তাঁর 'কবিকথা' গ্রন্থে' একটি সাধারণ মেয়ের কথা' অবশ্যই কল্যানীকে উদ্দেশ্য করে তার কথাই বলতে চেয়েছেন। গল্পের চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা জানতে পারি - "এমন সময়ে সেই অদ্ভুত পৃথিবীর অদ্ভুত রাত্রে কে বলিয়া উঠিল - 'শিগগির চলো আমার এই গাড়িতে জায়গা আছে।' মনে হইল যেন গান শুনিলাম।" রহস্যময়ী এই অপরিচিতা নারী অলৌকিক কল্পনাপ্রসূত কেউ নয়, নিতান্তই আটপৌরে সাধারণ বাঙালি ঘরের মেয়ে কল্যাণী। এছাড়া 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের মিনি রবীন্দ্রনাথের বড়ো মেয়ে বেলা - বলাই বাহুল্য। 'সমাপ্তি' গল্পের মৃন্ময়ী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ চর্মচক্ষে বাস্তব অভিজ্ঞতায় যে একই মেয়েটির চিত্র এঁকেছেন তা তাঁর ব্যক্তিগত বর্ণনাতেই পরিস্ফুট - 'ওই দশ এগারো বছরের মেয়েটা, ছোট ছোট করে চুল ছাঁটা কাঁখে একটা ছেলে নিয়ে রোজ আসত। রোগা রোগা দেখতে, শ্যামলা রঙ। বোটের উপরে আমাকে সবাই দেখত, কিন্তু তার দেখাটা ছিল অন্যরকম।" (রবীন্দ্রনাথের উক্তি, মংপুতে রবীন্দ্রনাথ) আবার 'বোষ্টমী' গল্প সম্পর্কে তিনি নিজমুখে বিধৃত করেছেন - " বোষ্টমী অনেকখানিই সত্যি। এই বোষ্টমী স্বয়ং আমার কাছে এসে গল্প করত।" তাকে সবাই সর্বখেপী বলে ডাকত। গল্পে নাম বদলে হয়েছে আনন্দী।

এইভাবে বাস্তবের নারী কল্পনার নারী মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে তাঁর বিভিন্ন কবিতায়, গল্প-উপন্যাসে। এ এক ব্যাপক অনুসন্ধান এবং গবেষণার বিষয়। কল্পনার শিকড় তো বাস্তবের মাটিতে। রবীন্দ্রনাথ একথা জানতেন বলে অধিকাংশ চরিত্রচিত্রণে এনেছেন রক্তমাংসের সজীবতা। এছাড়া বিষয়বস্তুতেও আমরা দেখি চরম বাস্তবতার ছোঁয়া, যেমন - 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস। এখানে বিমলার - দ্বিধাবিভক্ত ঘর ও বাহির অর্থাৎ একদিকে বিলেতি আকর্ষণ অন্যদিকে স্বদেশি আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা। দাণ অগ্নিপরীক্ষা! প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শুনি 'স্ত্রীর পত্রে'-র মৃণাল বা 'বদনাম' গল্পের সৌদামিনী বা সদুর গলায়। সংসার বা পরিবারের বাইরেও যে মেয়েদের আলাদাভাবে সামাজিক পরিচয় আছে, অস্তিত্ব আছে, বেঁচে থাকার অধিকার - এসব কি আদৌ কোন বাস্তবসত্য নয়? 'ল্যাবরেটরি' গল্পের মোহিনী জাতিতে পাঞ্জাবী, এক দৃঢ়চেতা শক্তসমর্থ উচচাকাঙ্খী মহিলা। পতিব্রতা কিন্তু তথাকথিত সতীত্ব তার কাছে হাস্যকর। রবীন্দ্রনাথের জটিল মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণে মোহিনী এক রূঢ় বাস্তবতা। মায়ের সাহচর্য তেমন করে কখনই পাননি রবীন্দ্রনাথ। তাই মাতৃচরিত্রতেমন করে পরিপূর্ণ নয়, কেবলমাত্র 'রাসমণির ছেলে' গল্পের রাসমণি ছাড়া। মাতৃপিনী রাসমণি এখানে নিঃসন্দেহে এক সম্পূর্ণ বাস্তবচিত্র।

নারীর ভূমিকা এবং উজ্জ্বল উপস্থিতি রবীন্দ্র কাব্যরচনায় তাঁর অসংখ্য গল্পউপন্যাসে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। রবীন্দ্রনাথ নারীবাদী নন। কিন্তু পরাধীন দেশে ব্রিটিশশাসনধীন বন্দিদশায় নারীর মর্যাদারক্ষায়, সমানাধিকারের প্রশ্ন, শিক্ষার আলোকে আলোকিত করার অভিপ্রায়ে তিনি ছিলেন সর্বদাই সোচচার। তাই ঘটনাপরম্পরায়, কালচেতনায়, চরিত্রচিত্রায়ণে নারীদের কখনই কল্পিত মনে হয় না। চর্মচক্ষের অভিজ্ঞতায় তারা সর্বদাই জীবিত রক্তমাংসের প্রতিচ্ছবি। তাই কেবলমাত্র রবীন্দ্রজীবনে আন্না-লুসি-টোমি-ভিক্তোরিয়ারা বাস্তবসত্য নয়, মিনি-মৃন্ময়ী-আনন্দী-বিমলা-মৃণাল-মোহিনী-রাসমনিরাও সমানভাবে বাস্তবসত্য।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com